# যুব বার্তা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

এপ্রিল - জুন

বর্ষ: ২২ ■ সংখ্যা: ৬৩ ■ জুলাই ২০২৬

## সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক

### ৬৪ জেলায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

'AI-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের 'মাধ্যমে দক্ষ যুবশক্তি গড়ে তুলতে হবে'
- মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক

### যুব উন্নয়ন একাডেমিকে আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে . . .

ডা. দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন
মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা-১৯

প্রথম আলো আয়োজিত ইয়ুথ কনক্লেভ ২০২৬ অনুষ্ঠানে
যুব উন্নয়ন মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে কার্যক্রমে গতি আনয়নের নির্দেশ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হকের

সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব বলে
জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী
মোঃ আমিনুল হক

# যুব বার্তা

এপ্রিল-জুন
বর্ষ: ২২ ▫ সংখ্যা: ৬৩ ▫ জুলাই ২০২৬

**প্রধান পৃষ্ঠপোষক**
মোঃ মোতাহার হোসেন
মহাপরিচালক
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

**সম্পাদক**
মোঃ মানিকহার রহমান
যুগ্মসচিব
পরিচালক (অর্থ)
ও
পরিচালক (প্রশাসন) (অ.দা.)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

**সহযোগী সম্পাদক**
মোঃ হামিদুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)

**সহকারী সম্পাদক**
মোঃ আমিরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-৬)

**অলংকরণ**
মোঃ নূর-ই-আহসান
গ্রাফিক ডিজাইনার

**কম্পিউটার কম্পোজ**
মোঃ শাহজাহান ভূঞা
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
মোঃ সুমন মিয়া
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

**আলোকচিত্র**
মোঃ লুৎফর রহমান

দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন সংক্রান্ত সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আমিনুল হক, উপস্থিত আছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব উল আলম ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

# নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে কার্যক্রমে গতি আনয়নের নির্দেশ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হকের

যুববার্তা ডেস্ক

৭ মে ২০২৬ তারিখ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রমগুলোতে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব উল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রধানসহ সকল কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক বলেন, নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন বর্তমান সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষায় প্রতিটি প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। তিনি কাজের গুণগত মান বজায় রেখে দ্রুততার সাথে প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রতিমন্ত্রী সকল কর্মকর্তাকে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান। তিনি দপ্তর প্রধানগণকে দৈনিক যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতির বিষয়ে তদারকির নির্দেশনা দেন।

সভাপতির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব উল আলম বলেন, প্রতিটি প্রকল্পের নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করা হবে যাতে কোনোভাবেই কাজের গতি থমকে না যায়। সভায় চলমান প্রকল্পগুলোর চ্যালেঞ্জ ও তা উত্তোরণের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান বলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন ১০টি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। তিনি প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন।

# ৬৪ জেলায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

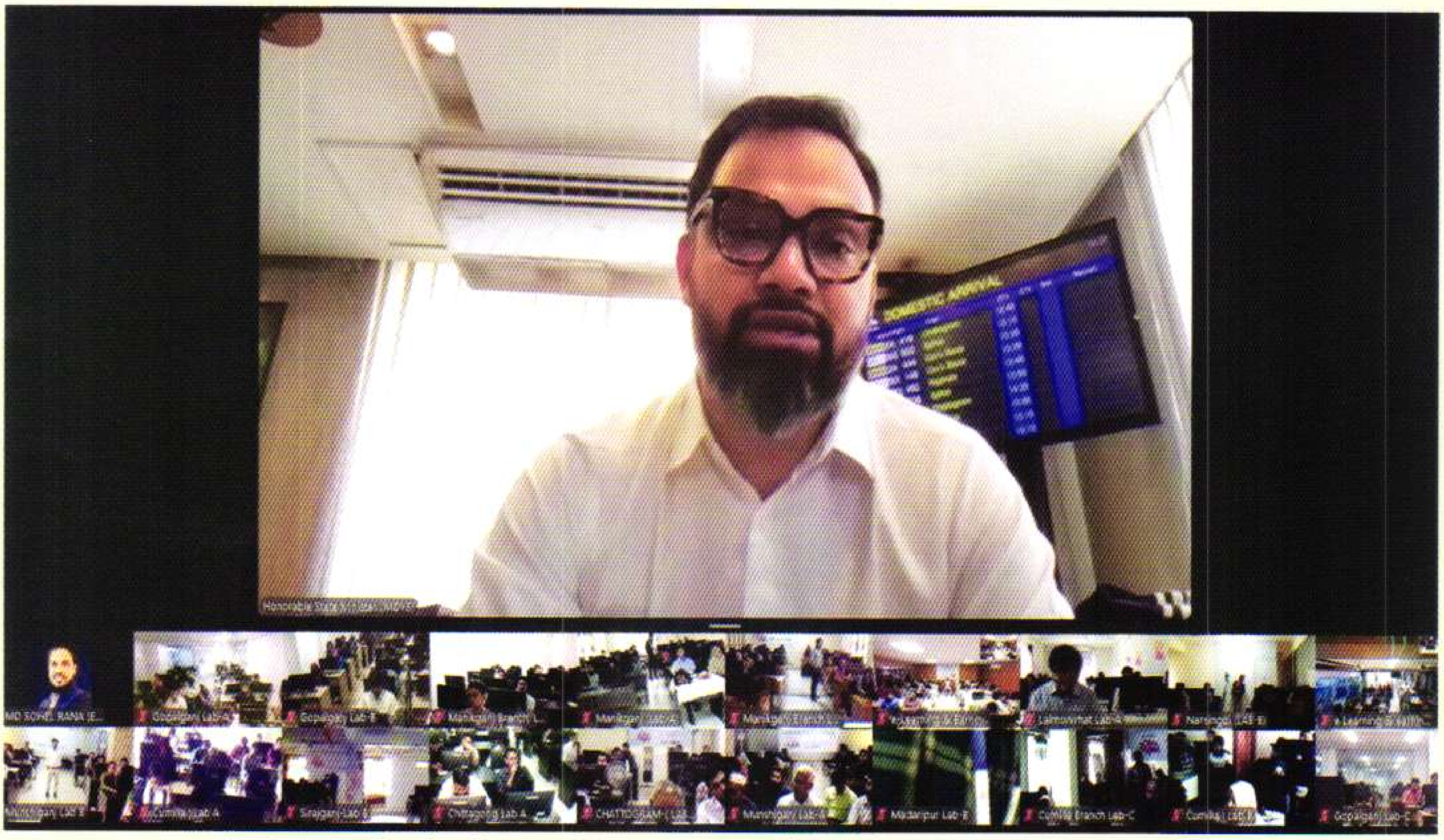

জুমপ্লাটফর্মে ৬৪ জেলায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আমিনুল হক

**যুববার্তা ডেস্ক**

১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ 'দেশের ৬৪ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লিমিটেডের প্রতিনিধি এবং অনলাইনে প্রায় পাঁচ হাজার প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, প্রকল্পের কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখবে। সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম বলেন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও আয়ের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ আলম প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২ জন প্রশিক্ষণার্থী তাদের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন ও উদ্যোক্তা হওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। নতুন ব্যাচে ভর্তি হওয়া দুইজন প্রশিক্ষণার্থী তাদের প্রত্যাশার কথা জানান।

প্রকল্পের আওতায় ২০২৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৭৩ কোটি ৭৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ব্যয়ে ৩৬ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলায় প্রকল্পের আওতায় এই প্রশিক্ষণ চলছে।

১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ৩০ জুন ২০২৬ মেয়াদে ষষ্ঠ ব্যাচের প্রশিক্ষণে প্রতি জেলায় ৭৫ জন করে মোট ৪ হাজার ৮০০ জন অংশ নিচ্ছেন। ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ন্যূনতম এইচএসসি পাস যুবরা এই সুযোগ পেয়েছেন। জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করেছে।

এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় মোট ১৪ হাজার ৪০০ জন প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন। তাদের মধ্যে ৬০ শতাংশ বা ৮ হাজার ৬৪০ জন দেশি বিদেশি অনলাইন মার্কেট প্লেসে কাজ করছেন। তাদের উপার্জিত অর্থের পরিমাণ ১৮ লাখ ৪৫ হাজার ৬৪৫ ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২২ কোটি ৭০ লাখ ১৪ হাজার ৪১৬ টাকা। উপার্জনে সহায়তা করতে প্রতিটি জেলায় মেন্টরিং ক্লাসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এই ব্যাচে ভর্তির জন্য ৯৭ হাজার ২২৯ জন আবেদন করেছিলেন। সেখান থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ৬১ হাজার ৫৮১ জনকে নির্বাচন করা হয়। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ৪ হাজার ৮০০ জনকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে ৩ মাসে মোট ৬০০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

প্রশিক্ষণের বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন, ফ্রিল্যান্সিং, বেসিক ইংলিশ, ডিজিটাল মার্কেটিং, সফট স্কিল, স্মার্টফোনের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন ও ভিডিও এডিটিং। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য যাতায়াত ভাতা, খাবার এবং প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তদারকিতে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা নিয়মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করছেন।

# 'AI-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের 'মাধ্যমে দক্ষ যুবশক্তি গড়ে তুলতে হবে'-যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক

ঢাকার সাভারস্থ যুব উন্নয়ন একাডেমিতে কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক

**যুববার্তা ডেস্ক**

১৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ "কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-র প্রশিক্ষণসুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)"-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকার সাভারস্থ যুব উন্নয়ন একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রশিক্ষণ: যুব সমাজের উন্নয়ন" শীর্ষক কর্মশালায় বক্তারা বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করতে না পারলে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। কর্মশালায় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সভাপতির বক্তব্য এবং কী-নোট উপস্থাপনায় AI-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক বলেন, "AI-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ যুবশক্তি গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান বিশ্বের শ্রমবাজার প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠছে, তাই আমাদের যুবসমাজকে সময়োপযোগী দক্ষতায় গড়ে তুলতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশের যুবসমাজই দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। সঠিক প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা নিশ্চিত করা গেলে যুব সমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে।" প্রতিমন্ত্রী যুব কার্যক্রমে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা, প্রযুক্তি-সক্ষম শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিশেষ অতিথি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম বলেন, কখনো মানুষের বিকল্প নয়; বরং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির সহায়ক শক্তি হিসেবে এটি ব্যবহৃত হওয়া উচিত।" তিনি আরও বলেন, "ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের এই সময়ে যুবসমাজকে প্রযুক্তিগত দক্ষতায় গড়ে তুলতে না পারলে ভবিষ্যৎ বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে হবে।" তিনি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান বলেন, "প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পাশাপাশি AI-ভিত্তিক স্মার্ট প্রশিক্ষণ চালু করতে পারলে যুবকদের দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।" তিনি আরও বলেন, "যুব উন্নয়ন একাডেমিকে ভবিষ্যতে প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা উন্নয়নের একটি 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে গড়ে তোলা হবে।" তিনি প্রশিক্ষকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির ওপরও বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মশালায় কী-নোট পেপার উপস্থাপন করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) (যুগ্মসচিব) এম এ আখের। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৩১.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা শিক্ষা ও শ্রমবাজারের মধ্যে দক্ষতার অমিলকে নির্দেশ করে।" তিনি আরও বলেন, "AI-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ব্যক্তিগত শিক্ষা, ইন্টেলিজেন্ট টিউটরিং, পূর্বাভাসমূলক বিশ্লেষণ ও তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে পারে।" কী-নোটে তিনি AI-চালিত জাতীয় যুব দক্ষতা প্ল্যাটফর্ম, মোবাইল লার্নিং ল্যাব, AI Mentorship প্রোগ্রাম এবং AI Youth Council গঠনের প্রস্তাব তুলে ধরেন।

কর্মশালায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (যুব অনুবিভাগ) ড. শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন বলেন, AI ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাইবার নিরাপত্তা, ডেটা সুরক্ষা, নৈতিকতা ও মানবিক তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা জরুরি। একই সঙ্গে প্রশিক্ষকদের AI-সক্ষম করে গড়ে তোলা এবং যুবদের মধ্যে ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধি সময়ের দাবি।

স্বাগত বক্তব্যে যুব উন্নয়ন একাডেমির অধ্যক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক মোঃ সেলিম খান যুব সমাজকে প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী করার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, "AI-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চালুর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের তরুণদের কাছেও আধুনিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।"

অনুষ্ঠানের সমাপনীতে বক্তারা একমত হন যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে দেশের যুবসমাজকে দক্ষ, উদ্ভাবনী ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার উপযোগী মানবসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে AI-সক্ষম বাংলাদেশ গঠনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও যুব উন্নয়ন একাডেমির ভূমিকা আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

উল্লেখ্য, কর্মশালায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের ৬০ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণ ৫টি দলে ৫টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করে সুপারিশমালা প্রণয়নপূর্বক দলীয়ভিত্তিক উপস্থাপন করেন। র‍্যাপোটিয়ার কর্তৃক একটি সমন্বিত সুপারিশমালা কর্মশালায় উপস্থাপনের মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

# জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট সাভারে যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ঢাকার সাভারস্থ জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে যুব সমবেশে উদ্বোধন করে গাছের চারা রোপণ করেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আমিনুল হক

**যুববার্তা ডেস্ক**

১৯ মে ২০২৬ তারিখ ঢাকার সাভারস্থ জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে এক বর্ণাঢ্য যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দেশের যুবসমাজকে দক্ষ, স্বাবলম্বী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের কারিগর হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব উল আলম এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক বলেন, "যুবসমাজই দেশের মূল চালিকাশক্তি। তরুণদের মেধা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে একটি উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা সম্ভব। সরকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তা তৈরিতে সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ"। তিনি যুবদের আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষায় দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব উল আলম যুবদের উদ্দেশ্যে বলেন, "শুধুমাত্র চাকরির পেছনে না ছুটে যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশব্যাপী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করছে"।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান যুবদের কল্যাণে অধিদপ্তরের নেওয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি যুবসমাজকে মাদকমুক্ত থেকে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগে শপথ নেওয়ার আহ্বান জানান। সমাবেশে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সফল যুব উদ্যোক্তা, যুব সংগঠনের প্রতিনিধি এবং বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী অংশ নেন। অনুষ্ঠান শেষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ইনস্টিটিউট চত্বরে গাছের চারা রোপণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাভার জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন।

# ভালুকায় টেকাব প্রকল্পের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক

ময়মনসিংহের ভালুকায় টেকাব প্রকল্পের চলমান প্রশিক্ষণ কোর্স পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণার্থীদের মতবিনিময় করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক

**যুববার্তা ডেস্ক**

ময়মনসিংহের ভালুকায় টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব ২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় চলমান ২মাস মেয়াদী কম্পিউটার অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং প্রশিক্ষণ কোর্স পরিদর্শন করেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক।

১৪ মে ২০২৬ প্রতিমন্ত্রী ভালুকা উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (যুব অনুবিভাগ) ড. শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন। পরিদর্শন শেষে প্রতিমন্ত্রী প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হলো দক্ষ যুবসমাজ গড়ে তোলা। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। টেকাব প্রকল্পের এই প্রশিক্ষণ তরুণদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের মনোযোগ দিয়ে কোর্স সম্পন্ন করে নিজেদেরকে দক্ষ ফ্রিল্যান্সার ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

পরিদর্শনকালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ময়মনগিংহ জেলার উপপরিচালক ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ভালুকা উপস্থিত ছিলেন। ২ মাস ব্যাপী এই কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীগণ বিনামূল্যে আধুনিক কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিংয়ের ওপর বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

# সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক

যুব কার্যক্রম অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক। উপস্থিত আছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

**যুববার্তা ডেস্ক**

১৮ই এপ্রিল২০২৬ তারিখ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত যুব কার্যক্রম অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক । যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, যুবসমাজের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং এ পরিকল্পনায় সরাসরি নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রতিমন্ত্রী বলেন যুবদেরকে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বি করে গড়ে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য। কীভাবে যুবদেরকে অবক্ষয় থেকে মুক্ত করা যায় এ বিষয়ে সবাইকে ভাবতে হবে।

তিনি বলেন, যুবসমাজের অবদান নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব। সরকার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে বাজেট প্রণয়ন করে, তিনি কর্মকর্তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো যথাযথভাবে পরিচালনা করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করতে প্রতিমন্ত্রী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিজ নিজ অফিসে সময়মতো উপস্থিত থাকার এবং অধীনস্থদের উপস্থিতি তদারকি করার নির্দেশ দেন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাসময়ে উপস্থিতি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, তা যাচাই করতে দ্রুত একটি 'মনিটরিং সেল' গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

কর্মকর্তাদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দল-মতের উর্ধ্বে এসে সবাইকে দেশের স্বার্থে কাজ করতে হবে। কেউ যাতে রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করতে না পারে, সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।

অবহিতকরণ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম। সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও যুব কার্যক্রম সম্পর্কে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। সভায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

## যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা বিনিময় ও বুকশেলফ স্থাপন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা বিনিময় ও বুকশেলফ স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ও সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ

১ জুন ২০২৬ তারিখ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আনন্দঘন পরিবেশে ঈদুল আজহা উদযাপনোত্তর শুভেচ্ছা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। একই অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের জ্ঞানচর্চার পরিধি বাড়াতে ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকাশনাসমূহ সংরক্ষণের নিমিত্ত সম্মেলন কক্ষে একটি নতুন বুকশেলফ স্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি উপস্থিত সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান এবং অধিদপ্তরের চলমান কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার আহ্বান জানান। নতুন স্থাপিত বুকশেলফটিকে অধিদপ্তরের প্রকাশনাসমূহ সংরক্ষণ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস ও জ্ঞানভিত্তিক কর্মপরিবেশ তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। তারা একে অপরের সাথে ঈদের কুশল বিনিময় করেন এবং এই সৃজনশীল উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

# যুব উন্নয়ন একাডেমিকে আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে . . .
## ডা. দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা-১৯

ঢাকার সাভারস্থ যুব উন্নয়ন একাডেমিতে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন ডা. দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা-১৯

**যুববার্তা ডেস্ক**

০৮ জুন ২০২৬ তারিখ যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকায় আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা-১৯ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ডা. দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন তার বক্তব্যে বলেন, "যুব উন্নয়ন একাডেমিকে আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে"। তিনি একাডেমির অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম, মেয়াদ, প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়, ধরন ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত হন। একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় কালে তিনি যুব কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও ফলপ্রসূ করার আহ্বান জানান। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, "দেশের যুবসমাজকে দক্ষ, মানবিক ও কর্মমুখী জনশক্তিতে রূপান্তর করতে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।" তিনি আরও বলেন, "যুব উন্নয়ন একাডেমি শুধু একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নয়; এটি ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ হাব।" যুব কার্যক্রমে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধি এবং যুববান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমকে জনগণের প্রত্যাশার পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।" একই সঙ্গে তিনি সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সকলকে আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। মতবিনিময় শেষে মাননীয় সংসদ সদস্য একাডেমির প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি কনফারেন্স রুম, মিনি কনফারেন্স রুম, বিভিন্ন আধুনিক ক্লাসরুম, লেকচার থিয়েটার রুম, ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, ভিভিআইপি গেস্ট রুম এবং অফিস কক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেন। পরিদর্শনকালে তিনি প্রশিক্ষণ অবকাঠামো, প্রযুক্তিগত সুবিধা এবং চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

পরিদর্শন শেষে তিনি একাডেমির অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'যুব উন্নয়ন একাডেমিকে একটি আধুনিক, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।'

এ সময় একাডেমির অধ্যক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক মোঃ সেলিম খান সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

# সিরাজগঞ্জ জেলায় 'আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা' তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

সিরাজগঞ্জ জেলায় আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

সিরাজগঞ্জ জেলায় 'আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা' তৈরির লক্ষ্যে পাঁচ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ২৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সিরাজগঞ্জ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত চলমান এই প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ও যুগ্মসচিব জনাব এম এ আখের।

উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি বলেন, বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হলো যুবসমাজকে দক্ষ করে গড়ে তুলে স্বাবলম্বী করা। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের নিষ্ঠার সাথে কোর্স সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সিরাজগঞ্জ জেলার উপপরিচালক ড. শহীদুল ইসলাম। তিনি তার বক্তব্যে জেলার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা তৈরিতে অধিদপ্তরের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান সিরাজগঞ্জ জেলার ৩০ জন আত্মকর্মী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে জেলা কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আলো আয়োজিত ইয়ুথ কনক্লেভ ২০২৬ অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

# নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে

প্রথম আয়োজিত 'ইয়ুথ কনক্লেভ ২০২৬' -এ বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

দেশের যেকোনো সংকটে তরুণেরা সব সময় সামনের সারিতে থাকে। এরপরও শাসনব্যবস্থা ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ এখনো সীমিত। তরুণদের শুধু মাঠের শক্তি হিসেবে নয়, রাষ্ট্র পরিচালনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অর্থবহ অংশীদার হিসেবে যুক্ত করার এখনই সময়।

গতকাল রোববার রাজধানীর সামরিক জাদুঘরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ২০০ তরুণকে নিয়ে আয়োজিত 'ইয়ুথ কনক্লেভ ২০২৬' -এ এমন অভিমত জানান আলোচকেরা। এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল ও প্রথম আলো। তরুণদের পাশাপাশি সম্মেলনে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

প্রতিবছরের মতো এবারও ছয়টি প্রতিষ্ঠানকে 'ইয়ুথ ইকুয়ালিটি অ্যাওয়ার্ড' ২০২৬ প্রদান করে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল। প্রতিষ্ঠানটির 'চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়ুথ লিডারশিপ' প্রোগ্রামের আওতায় এই পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার পাওয়া প্রতিষ্ঠান ছয়টি হলো: জিনসটু টোটস, ইয়ুথ অ্যাকশন ফর ডেভেলপমেন্ট কোস্টাল এডুকেশন অ্যান্ড ডাইভার্সিটি ইমপ্রুভমেন্ট অর্গানাইজেশন, এফএফসিএজে, ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, কেপ সি সোশ্যাল ইনক্লেশন পোর্টফোলিও এবং নবপ্রভাত ফাউন্ডেশন।

বিজয়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর কবিতা বোস।

পুরস্কার প্রদান শেষে উপস্থিত তরুণদের উদ্দেশে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ তরুণ। তরুণরাই এই দেশের পরিবর্তন আনতে পারে। তরুণদের এই শ্রেষ্ঠ সময় মানুষের কল্যাণে নিবেদন করতে হবে। তাহলেই দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর কবিতা বোস বলেন, পুরস্কারের জন্য যে ছয় প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়েছে, তারা সবাই প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে নির্বাচিত। এ উদ্দেশ্য একজনকে দেখে যেন বাকিরা শিখতে পারে। পুরো ৬৪ জেলার মানুষ অনুপ্রাণিত হয়।

প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, 'আপনারা যে কাজ শুরু করেছেন, ছোট ছোট কাজ-সেগুলোই ভবিষ্যতে বড় পরিবর্তনের পথ তৈরি করবে'। তিনি বলেন, সহজে কিছু হবে না, দ্রুত কিছু হবে না। সময় দিতে হবে, ধীরে ধীরে এগোতে হবে। ভবিষ্যতে একটা ভালো সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সরকার ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

মতিউর রহমান বলেন, বাংলাদেশের সামনে একটা নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে তরুণদের, ছাত্রদের, ছাত্রীদের, যুবকদের এবং নারীদের একটা বড় ভূমিকা আছে। যার যার জায়গা থেকে প্রত্যেককে এ দেশের পরিবর্তনের জন্য, ভালো করার জন্য, বাংলাদেশের জয়ের জন্য সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে।

এর আগে সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। এরপর সম্মেলনে শাসনস্যবস্থায় তরুণদের ভূমিকা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ এবং প্রতীকী উপস্থিতির বাইরে গিয়ে অর্থবহ সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে আলাদা দুটি প্যানেলে আলোচনা করা হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আলম বলেন, আমাদের তরুণরা কী বলছে আমরা শুনছি না ঠিক করে বা শুনতে পারছি না। আর শুনলেও তা জায়গামতো আমরা বোঝাতে পারছি না। এটার মধ্যে বিরাট একটি গ্যাপ আছে। তিনি বলেন, তরুণদের ক্ষমতায়নকে শুধু প্রজেক্ট হিসেবে দেখলে হবে না। প্রজেক্টের বাইরে গিয়ে এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

জনপরিসরে তরুণদের অংশগ্রহণ আরও শক্তিশালী হওয়া দরকার বলে মত দেন বিআইডিজির হেড অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিটিকস সৈয়দা সেলিনা আজিজ। তিনি বলেন ছাড়া কোনো অর্থবহ পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়।

অল্টারনেটিভসের সংগঠক তাজনূভা জাবীন বলেন, রাজনীতিতে নারীদের আর অলংকার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। তাদের নির্বাচন করতে দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে।

ইউএনডিপির হেড অব কমিউনিকেশন আবদুল কাইয়ুম বলেন, তরুণদের শোনার ধৈর্য কমে যাচ্ছে কি না, দেখতে হবে। তারা অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে কি না, ফলাফল দেখতে খুব তাড়াহুড়ো করছে কি না, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। দেশের জন্য সত্যি সত্যিই কাজ করতে চাইলে তরুণদের ধৈর্য থাকতে হবে।

ইয়ুথ ফর এনডিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আমানুল্লাহ পরাগ বলেন, তরুণদের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে যেকোনো প্রক্রিয়ার একদম শুরু থেকে তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দিতে হবে। তরুণদের কথার মূল্য দিতে হবে।

প্যানেল আলোচনায় আরও অংশ নেন দ্য ডেইল স্টার-এর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জাইমা ইসলাম, ইয়ুথ ফর চেঞ্জ বাংলাদেশ ফোরামের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সাদিয়া আফরিন, বিওয়াইএলসির সিনিয়র ম্যানেজার হাবিবুল্লাহ তামিম। প্যানেল আলোচনা দুটি সঞ্চালনা করেন প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের পরিচালক (ইনফ্লুয়েন্সিং, ক্যাম্পেইন ও কমিউনিকেশন) নিশাত সুলতানা এবং উপদেষ্টা (চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়ুথ লিডারশিপ) ফাল্গুনী রেজা।

সম্মেলনের শুরুতে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মাহিন নেওয়াজ চৌধুরী। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরী। আরও বক্তব্য দেন রাজনৈতিক কর্মী নাজিফা জান্নাত এবং এসইআরএসি-বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক এস এম সৈকত। সম্মেলনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের পরিচালক (ফিন্যান্স অপারেশন ও সিস্টেমস) এ এফ এম মইন। সম্মেলনের শেষ পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

# যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন 'ব্লাডম্যান'-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সভা অনুষ্ঠিত

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ও ব্লাডম্যান যুব সংগঠনের পরিচালক জনাব শাহরিয়ার হাসান এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন 'ব্লাডম্যান'-এর মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ৩ মে ২০২৬ তারিখ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। সমঝোতা স্মারকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষে মহাপরিচালক গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান এবং ব্লাডম্যান-এর পক্ষে সংগঠনের পরিচালক জনাব শাহরিয়ার হাসান স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী ব্লাডম্যান দেশজুরে যুবকদের সম্পৃক্ত করে ২৫,০০০ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো জরুরি প্রয়োজনে রক্তের চাহিদা মিটানো এবং সাধারন মানুষের মধ্যে রক্তদানে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

সভাপতির বক্তব্যে ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান বলেন, "দেশের যুবশক্তিকে মানবিক কাজে উদ্বুদ্ধ করতে এই সমঝোতা স্মারক চুক্তি ভূমিকা রাখবে। ব্লাডম্যান-এর উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই, এতে সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

ব্লাডম্যান-এর পরিচালক জনাব শাহরিয়ার হাসান বলেন, "যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে এই অংশীদারিত্ব আমাদের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে। আমরা বিশ্বাস করি, যুবদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২৫ হাজার ব্যাগ রক্ত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা দ্রুত অর্জন করা সম্ভব হবে।"

অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই সমঝোতার ফলে তৃণমূল পর্যায়ে রক্তদান কর্মসূচি আরও বিস্তৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

# ইয়ূথ কাউন্সিল অব বাংলাদেশের মতবিনিময় সভা

ইয়ূথ কাউন্সিল অব বাংলাদেশের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

**যুববার্তা ডেস্ক**

৩ মে২০২৬ তারিখ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ইয়ূথ কাউন্সিল অব বাংলাদেশের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

সভায় তরুনদের উদ্যেশ্যে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) বলেন, যুব সমাজের ক্ষমতায়ন অবশ্যই হতে হবে, যাতে তারা তাদের অধিকার আদায় ও নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। এটা দেশের এবং মানবতার অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যুব জনগোষ্ঠীকে অবশ্যই কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে। তাহলে তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে। আজকের এই যুবসমাজই আগামী দিনে এদেশের কর্ণধার হবে। এছাড়াও তিনি যুবদের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় ইয়ূথ কাউন্সিল অব বাংলাদেশের মহাসচিব ও গ্লোবাল ইয়ূথ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল এর গ্লোবাল সেক্রেটারি জেনারেজ এম্বাসেডর সোহাগ মহাজনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বেচ্ছাসেবক ও নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন ইয়ূথ কাউন্সিল অব বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের প্রধান সমন্বয়ক ও মানব কল্যাণ পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ মান্নান ভূঁইয়া।

পরবর্তীতে যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বক্তব্য তুলে ধরেন প্রদীপ্ত বাংলাদেশে সংগঠনের সভাপতি মোঃ দেলোয়ার হোসেন, মানব কল্যাণ পরিষদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সচিব কাজী ইমরুল কায়েস, নারী উদ্যোক্তা খাদিজা খাঁন শারমিন, উষা শিশু বিকাশ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ সালমা তালুকদারসহ অন্যান্য যুব সংগঠকবৃন্দ।

# যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ক্রয় প্রক্রিয়া উত্তর- পুন:রীক্ষণ সভা অনুষ্ঠিত

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ক্রয় প্রক্রিয়া উত্তর- পুন:রীক্ষণ কার্যক্রমের উপর সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, সভায় উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

**যুববার্তা ডেস্ক**

৪ মে ২০২৬ তারিখ যুব উন্নয়নধদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ক্রয় প্রক্রিয়া উত্তর- পুন:রীক্ষণ (Procurement post Review) কার্যক্রমের উপর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

সভার মূল বিষয়বস্তু:

- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কেনাকাটার স্বচ্ছতা যাচাই।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা অনুসরণ নিশ্চিতকরণ।
- ভবিষ্যৎ ক্রয় প্রক্রিয়ায় ভুলত্রুটি কমিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি।

সভায় বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ) হতে নিয়োগকৃত জনাব মু: মুকুর আলী পরামর্মক হিসেবে উপস্থিত থেকে ২৫ টি প্যাকেজের উপর আলোচনা করেন। সভায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

# ফেনী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও রংপুর যুব উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন ও ছাত্রাবাস উদ্ভোধন করেন পরিচালক (প্রশাসন) এম এ আখেরের

চট্টগ্রাম জেলাধীন কর্ণফুলী উপজেলায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন এবং প্রশিক্ষণ ভ্যানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ও সরকারের যুগ্মসচিব জনাব এম এ আখের সম্প্রতি ফেনী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা জেলায় যুব কার্যক্রম পরিদর্শন এবং রংপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রাবাস এর সংস্কার কাজ সমাপ্ত শেষে উদ্ভোধন করেন।

১৩ মে ২০২৬ তারিখে তিনি ফেনী জেলার সোনাগাজীতে এবং পরদিন ১৪ মে ২০২৬ তারিখে চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ভ্যানে 'টেকাব' প্রকল্পের আওতায় ২ মাসব্যাপী 'কম্পিউটার এন্ড নেটওয়ার্কিং' প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক উদ্ভোধন করেন। এই কর্মসূচির লক্ষ্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের যুবসমাজকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ ও স্বাবলম্বী করে তোলা। সফরকালে তিনি কুমিল্লা জেলার সার্বিক যুব কার্যক্রমও সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।

পরবর্তীতে, ১৬ মে ২০২৬ তারিখে তিনি রংপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেখানে চলমান উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনের পাশাপাশি তিনি ছাত্রাবাসের সংস্কার কাজ শেষে আনুষ্ঠানিক উদ্ভোধন করেন। একই সাথে তিনি যুব উন্নয়ন অদিদপ্তর রংপুর কর্তৃক আয়োজিত' শান্তি শৃংখলা উন্নয়নে ও সামাজিক সচেতনতায় যুবদের ভূমিকা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান, পরিচালক (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও যুব সংগঠন) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

অনুষ্ঠানগুলোতে তিনি যুবসমাজকে দশের প্রকৃত চালিকাশক্তি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, কারিগরি ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে যুবদের দক্ষ মানবসম্পদে রুপান্তর করতে সরকার বদ্ধ পরিকর। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের এই আধুনিক প্রশিক্ষণ ও আবাসন সুবিধা তরুনদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

# পদোন্নতি ও পদায়ন

**যুববার্তা ডেস্ক**

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ০৩ জুন ২০২৬ তারিখের ৩৪.০০.০০০০.১২.০০০২.২৫.১০১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৭তম গ্রেডভুক্ত ২ (দুই) জন ডেপুটি কো-অর্ডিনেটরকে ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত কো-অর্ডিনেটর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। কো-অর্ডিনেটর পদে জনাব মোঃ ইস্রাফিল হক, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বগুড়া জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রংপুর পদায়ন করা হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ১১মে ২০২৬ তারিখের ৩৪.০০.০০০০.০৫১.১২.০০০৯.২৫-২১৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১০তম গ্রেডভুক্ত ১ (এক) জন 'প্রশিক্ষক (পোষাক) কে' ৯ম গ্রেডভুক্ত সিনিয়র প্রশিক্ষক (ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং) পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। মোসাঃ নাসরিন আরাকে সিনিয়র প্রশিক্ষক (ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং) পদে উপপরিচালকের কার্যালয়, খুলনা পদায়ন করা হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ১১মে ২০২৬ তারিখের ৩৪.০০.০০০০.০৫১.১২.০১৪.২৫-৯১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১১তম গ্রেডভুক্ত ১৩৫ (একশত পঁয়ত্রিশ) জন 'সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে' ১০ম গ্রেডভুক্ত 'উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা' পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা পদে জনাব সকিম উদ্দিন আহম্মেদ, আদমদীঘি, বগুড়া, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, হাতিয়া, নোয়াখালী, জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, মাগুরা সদর, মাগুড়া, জনাব শ্যামল কৃষ্ণ হালদার, রাজাপুর, ঝালকাঠি, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, জনাব মোঃ কিবরিয়া জামান, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ, জনাব আব্দুল ওয়াদুদ খান, সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, মহেশপুর, ঝিনাইদহ, জনাব মোঃ রেজাউল করিম, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা, জনাব কে, এম, মফিজুর রহমান, কয়রা, খুলনা, জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, হরিপুল, ঠাকুরগাঁও, জনাব এ, কে, এম, মাহমুদুর রহমান, পীরগঞ্জ, রংপুর, জনাব এস, এম সাইদ হোসেন, সাঁথিয়া, পাবনা, জনাব মোঃ রেজাউল করিম, গলাচিপা, পটুয়াখালী, জনাব মোঃ রেজাউল করিম, বাঘা, রাজশাহী, জনাব মোঃ আহসান হাবিব তালুকদার, গাবতলী, বগুড়া, জনাব মোঃ রওশন আলী মন্ডল, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর, জনাব মোঃ নূরনবী, মনপুরা, ভোলা, জনাব মোঃ এন্তাজুর রহমান, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট, জনাব মে, এম, জিয়াউল্যাহ, চৌগাছা, যশোর, জনাব মোঃ হাদিউল ইসলাম, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট, জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর, জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট, জনাব মোঃ শামছুর রহমান, নিয়ামতপুর, নওগাঁ, জনাব মোস্তফা মোহাম্মদ রেজাউল বারী, পটিয়া, চট্টগ্রাম, জনাব মোঃ গোলাম সহিদ, মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ, জনাব মোঃ তহুমুলহ ক তালুকদার, ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম, জনাব দেওয়ান মোঃ রায়হানুল হক, বগুড়া সদর, বগুড়া, জনাব মোঃ আবু আক্তার হোসেন, ঘোবাউড়া, ময়মনসিংহ, জনাব মোঃ আলাউল কবীর, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, জনাব অণিতা দেবী, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার, জনাব মোঃ সামসুল হক, শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর, জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর, জনাব মোঃ গোলাম সারোয়ার, রাজীবপুর, কুড়িগ্রাম, জনাব মোঃ আব্দুস সোবহান, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও, জনাব মোঃ জাহেদুল ইসলাম আকন্দ, ফরিদপুর, পাবনা, জনাব মোঃ দাদন মিঞা, নড়িয়া, শরীয়তপুর, জনাব অমলেন্দু কুমার দাশ, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান খান, গোপালপুর, টাঙ্গাইল, জনাব মোঃ রফিকুল বাসার, শ্রীবরদী, শেরপুর, জনাব মোঃ সামসুজ্জামান আখন্দ, কালিগঞ্জ, গাজীপুর, জনাব মোঃ জাফও আলম, নান্দাইল, ময়মনসিংহ, জনাব মোঃ রেজাউর রহমান, আলীকদম, বান্দরবান, জনাব এটিএম নাজমুল মনির, শার্শা, যশোর, জনাব শ ম মোস্তাফিজুর রহমান, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা, জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল, ডোমার, নীলফামারী, জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, নাচোল, চাপাইনবাবগঞ্জ, জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন শিকদার, আমতলী, বরগুনা, জনাব মোহাম্মদ নেজামুল হক ভূইয়া, সোনাগাজী, ফেনী, জনাব মোঃ আঃ আউয়াল ফরাজী, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ, জনাব মোঃ বাচ্চু মিঞা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, জনাব মোহাঃ শওকত আলী, রামপাল, বাগেরহাট, জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, সিংড়া, নাটোর, জনাব মোঃহাফিজুর রহমান, কাউনিয়া, রংপুর, জনাব মোঃ শফিকুল আসলাম, ইন্দুরকানি, পিরোজপুর, জনাব জাহানারা আক্তার, সাভার, ঢাকা, জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট, জনাব এ এস এম আনিছুর রহমান খান, লালমনিরহাট সদর, লালমনিরহাট, জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, পাইকগাছা, খুলনা, জনাব মোঃ রকিবুল মজিদ, সোনাতলা বগুড়া, জনাব মোহাম্মদ কোরবান আলী, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ, জনাব গোলাম মোস্তফা সরকার, সাঘাটা, গাইবান্ধা, জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, শেরপুর, বগুড়া, জনাব অসিত কুমার পাল, লালপুর, নাটোর, জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর, মেহেরপুর, জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, কালকিনি, মাদারীপুর, জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ, জনাব রহিমা আক্তার, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জনাব মোহাঃ আবুল কালাম আজাদ, মহাদেবপুর, নওগাঁ, জনাব মোঃ অলিউল হক, জকিগঞ্জ, সিলেট, জনাব মোঃ ইরফানুল হক, নিকলী, কিশোরগঞ্জ, জনাব আশাদুল আলম, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি, জনাব মোঃ বাহাদুর আলম,উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ, জনাব মোঃ তাইজুল ইসলাম, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, জনাব বলরাম চন্দ্র বণিক, রুমা, বান্দরবান, জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, লালমোহন, ভোলা, জনাব মোঃ আলী হোসেন, রামা, বান্দরবান, জনাব সুদীপ্ত চাকমা, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি, জনাব কে. এম শামীম রেজা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া, জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, উলিপুর, কুড়িগ্রাম, জনাব মোহাম্মদ আহসান হাবিব, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, গোলাপগঞ্জ, সিলেট, জনাব মোঃ সামসুদ্দোহা, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার, জনাব মোঃ আহসান হাবীব, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, জনাব মাহফুজা বেগম, চান্দিনা, কুমিল্লা, জনাব মোঃ জাহিদুল হক, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ, খন্দঃ মোঃ আখতারুল ইসলাম, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী, জনাব মোঃ আজাদুর রহমান, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর, জনাব মোঃ ইসতিয়াক হোসেন, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী, জনাব মোঃ আমির হোসেন, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা, জনাব অমল চন্দ্র শীল, কাউখালী, পিরোজপুর, জনাব মোঃ জাহাঙগীর আলম, খানসামা, দিনাজপুর, জনাব আহাম্মদ কবির চৌধুরী, রায়পুর, লক্ষীপুর, জনাব মোঃ রকিব উদ্দিন, গাংনী, মেহেরপুর, জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, পাহাড়তলী ইউনিট, চট্টগ্রাম, জনাব মোঃ আলমগীর মাহমুদ, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি, জনাব জবা রাণী বড়ুয়া, বিলাইছড়ি, রাংগামাটি, জনাব নার্গিস আক্তার, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ, জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, কালাই, জয়পুরহাট, জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন ভূইয়া, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জনাব মোঃ জুলহাস-উল-আজাদ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী, জনাব মোঃ এমারুল ইসলাম, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম, জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, সন্দীপ, চট্টগ্রাম, জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, দামুরহুদা, চুয়াডাঙ্গা, জনাব জেড, এম খায়রুল ইসলাম, বরগুনা সদর, বরগুনা, জনাব মোঃ জহুরুল হক, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ, জনাব মোঃ শামছুল আলম, ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল, জনাব শিউলী রানী বেপারী, রাংগাবালি, পটুয়াখালী, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, রৌমারী, কুড়িগ্রাম, জনাব মোঃ মাহামুদুন নবী, তারাগঞ্জ, রংপুর, জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, জাজিরা, শরীয়তপুর, জনাব মোঃ চান মিয়া, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর, জনাব মোঃ ইব্রাহীম, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর, জনাব মোঃ ফরিদুল ইসলাম, পীরগাছা, রংপুর, জনাব সুশান্ত কুমার ঘোষ, নন্দীগ্রাম, বগুড়া, জনাব মোঃ জামশেদ আলী, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট, মোঃ ফোরকান মোল্লা, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি, জনাব মেঃ ইসমাইল ভূঁইয়া, নারায়নগঞ্জ সদর, নারায়নগঞ্জ, জনাব মোছাঃ সালমা বেগম, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর, জনাব শাহ মোঃ আব্দুর রেজা, হাকিমপুর, দিনাজপুর, জনাব মোঃ মাহফুজুল আহসান, শেরপুর সদর, শেরপুর, জনাব মোহাম্মদ শামীম সরকার, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি, জনাব মোঃ আবদুস ছাত্তার, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী, জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ, জনাবমোঃ আসাদুল ইসলাম, মান্দা, নওগাঁ, জনাব মোঃ ফারুক আহাম্মদ, টেকনাফ, কক্সবাজার, জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ, বিয়ানীবাজার, সিলেট, জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জনাব মোঃ অহিদুল ইসলাম, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর, জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ, জনাব মোঃ নান্নু মিয়া, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ, জনাব মোহাঃ লিয়াকত আলী, শাজাহানপুর, বগুড়া, জনাব শেখ মোঃ নাজমুল হক, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা পদায়ন করা হয়েছে।

# প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কর্মশালায় ভার্চুয়ালি বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অদিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ও উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।

যুব উন্নয়ন অদিদপ্তরের প্রশিক্ষণ উইং কর্তৃক 'প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন' শীর্ষক বাৎসরিক কর্মশালা ০২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে ময়মনসিংহ বিভাগে, ১১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে খুলনা বিভাগে, ২৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বরিশাল বিভাগে, ২৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সিলেট বিভাগে, ০ মে ২০২৬ তারিখে চট্রগ্রাম বিভাগে,১১ মে তারিখে ঢাকা বিভাগে,১৩ মে ২০২৬ তারিখে রংপুর বিভাগে এবং ১৪ মে ২০২৬ তারিখে রাজশাহী বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়।

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কর্মশালা ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কর্মশালা, খুলনা উপপরিচালকের কার্যালয়ে বরিশাল বিভাগীয় কর্মশালা বরিশাল উপপরিচালকের কার্যালয়ে, সিলেট বিভাগীয় কর্মশালা হবিগঞ্জ উপপরিচালকের কার্যালয়ে, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কর্মশালা উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম, ঢাকা বিভাগীয় কর্মশালা প্রধান কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর বিভাগীয় কর্মশালা উপপরিচালকের কার্যালয়, রংপুর, রাজশাহী বিভাগীয় কর্মশালা উপপরিচালকের কার্যালয়, জয়পুরহাট ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালাসমূহ উদ্বোধন করেন।

কর্মশালাসমূহে পরিচালক (প্রশিক্ষণ) বিভাগওয়ারি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ নিরূপণ ও সমাধানে সকলের সাথে মতবিনিময় করেন। তাঁকে সকল রকমের সহায়তা করেন প্রশিক্ষণ উইংয়ের দুজন উপপরিচালক জনাব শাহাবউদ্দিন সরকার ও জনাব প্রজেষ কুমার সাহা। জেলা প্রশাসকগণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের উপপরিচালক, কো-অর্ডিনেটর, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, সহকারী পরিচালক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সিনিয়র প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষিকাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

# শোক বার্তা

**মোঃ আলিম উদ্দিন**

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পঞ্চগড় জেলাধীন সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর মোঃ আলিম উদ্দিন ৩১ মে ২০২৬ তারিখ রোজ রবিবার বেলা ১১.০০ ঘটিকায় দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর ৭ মাস। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যাসহ, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

# উইং-শাখা রদবদল

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মহাপরিচালকের কার্যালয়ে উপপরিচালক জনাব মোঃ হামিদুর রহমানকে পরিকল্পনা উইং হতে প্রশাসন উইং প্রশাসন-২ অধিশাখা, জনাব সেলিমুল ইসলামকে প্রশাসন উইং প্রশাসন-১ অধিশাখা হতে অর্থ উইং, সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিনকে পরিকল্পনা উইং হতে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও যুব সংগঠন উইং, সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম শেখকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও যুব সংগঠন উইং হতে অর্থ উইং, অডিট অধিশাখা, সহকারী পরিচালক জনাব নাজমুলকে প্রশাসন উইং প্রশাসন-৪ অধিশাখা হতে পরিকল্পনা উইং পরিকল্পনা শাখা, সহকারী পরিচালক জনাব শহিদুল ইসামকে প্রশাসন উইং প্রশাসন-৪ অধিশাখা এ ন্যাস্ত করা হয়েছে।

# অনন্য সাফল্যের গল্প

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাংলাদেশের উদ্যোক্তা জগতের অনুপ্রেরণার নাম রাজা মামা। ময়মনসিংহের ত্রিশাল থেকে উঠে আসা এই সংগ্রামী মানুষটি একসময় জীবিকার তাগিদে নানা কাজ করেছেন। সীমিত পুঁজি, অগনিত বাধা আর স্বপ্নভরা নিয়েই শুরু করেছিলেন চা বিক্রির পথচলা।

আজ সেই ছোট্ট উদ্যোগই পরিণত হয়েছে দেশের অন্যতম পরিচিত ব্রান্ড "রাজা চা" -তে। রাজা মামার বিশেষত্ব শুধু চা বিক্রি নয়, বরং চাকে তিনি দিয়েছেন এক নতুন পরিচয়।

মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক পাত্রে পরিবেশন, নিজস্ব রেসিপিতে তৈরি নানা স্বাদের চা, এবং মাটির কাপে পরিবেশনের অনন্যতা তাকে সাধারণ চা বিক্রেতাদের থেকে আলাদা করেছে। তাঁর উদ্ভাবনী চিন্তা ও পরিশ্রমের ফলেই আজ "রাজা চা" মানুষের মুখে মুখে।

তাঁর এই সাফল্যের স্বীকৃতি এসেছে দেশ-বিদেশ থেকেও। জাতীয় বাণিজ্য মেলা, পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আয়োজন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন একাদিক পুরস্কার ও সম্মাননা।

দেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র যেমন প্রথম আলো, সমকাল, কালের কণ্ঠ, আমার সংবাদ-এমনকি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সাফল্যের গল্প।

সবচেয়ে অনুপ্রেরণার বিষয় হলো, রাজা মামা কখনো হার মানেননি। কঠোর পরিশ্রম, সৃজনশীলতা এবং আত্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে তিনি প্রমাণ করেছেন-সফল হতে বড় পুঁজি নয়, দরকার বড় স্বপ্ন ও অবিচল অধ্যবসায়।

আজ "রাজা চা" শুধু একটি চায়ের নাম নয়; এটি সংগ্রাম, উদ্ভাবন, আত্মবিশ্বাস ও সফলতার প্রতীক। নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তাদের জন্য রাজা মামার গল্প একটি জীবন্ত শিক্ষা-যে স্বপ্ন দেখে, পরিশ্রম করে এবং হাল ছাড়ে না,সাফল্য একদিন তার দরজায় কড়া নাড়বেই। সালাম সেই সংগ্রামী উদ্যোক্তাকে, যিনি এক কাপ চাকে রুপ দিয়েছেন অনুপ্রেরণার গল্পে।

আজ কক্সবাজারের লাবনী পয়েন্টে তার সাথে আলোচনা করে জানা গেল, এক সময় ছয় হাজার টাকার বেতনের চাকরির জন্য সংগ্রাম করা রাজা এখন ১০০ জনেরও অধিক মানুষের চাকরি দিয়েছেন।

সারাদেশে তাঁর ১৮টি শাখা, ১০-৩৫ হাজার টাকা বেতনের কর্মী আছে তাঁর। গাজীপুরে বাড়ি করেছেন, ছেলেমেয়েদের ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়াচ্ছেন, তার স্ত্রীও তার সাথে কাজ করেন। জয় হোক এমন নিবেদিতপ্রাণ রাজাদের। শুভকামনা চিরন্তন।